'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১১

দুই বাগানের মালিক

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

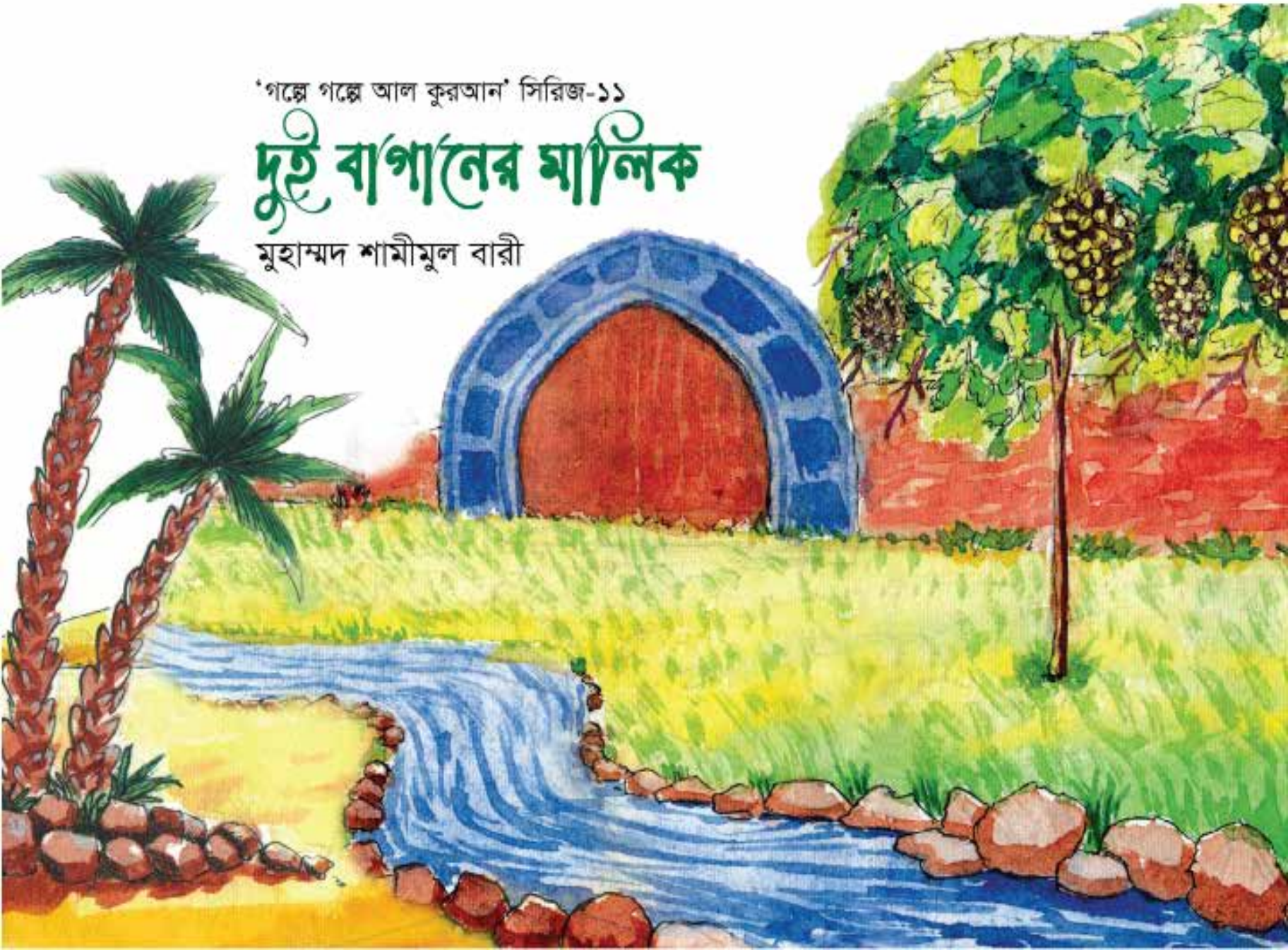

বহু কাল আগের কথা। এক ব্যক্তির দুটি আঙুর বাগান ছিল। বাগানের চারদিকে ছিল সারি সারি খেজুরগাছ। বাগানের থোকা থোকা আঙুর আর কাদি কাদি খেজুর পাকলে কী মনোরম দৃশ্য হতো! দূর থেকে দেখলে মন জুড়িয়ে যেত।

দুই বাগানের মাঝখান দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত ছিল। সেখান থেকে পানি দুই বাগানে প্রবেশ করত। এতে ফলন খুব ভালো হতো। বাগান দুটির খেজুরগাছগুলো ফলদানে কোনো কমতি করত না। আল্লাহ তায়ালা লোকটিকে যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছেন।

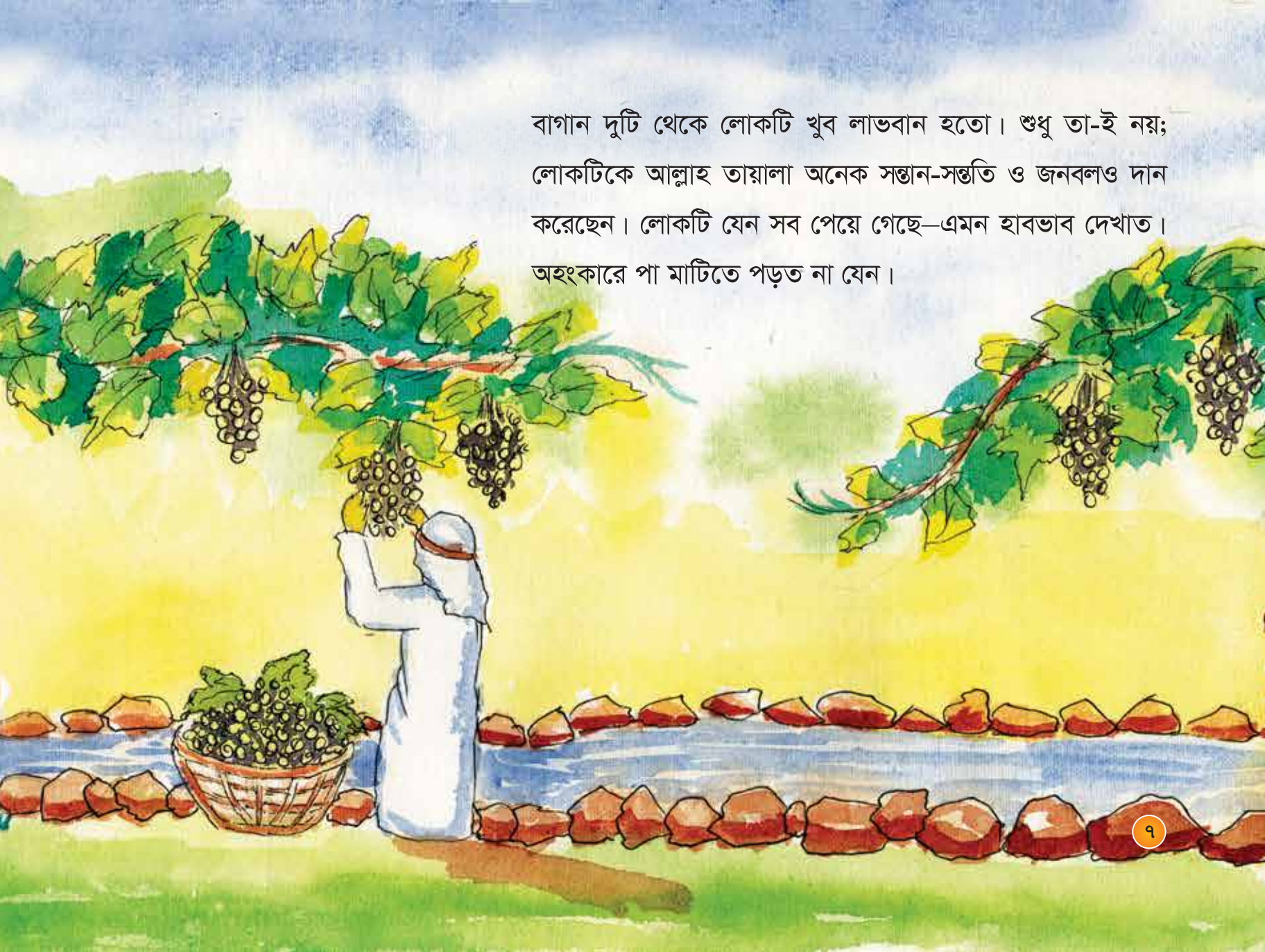

বাগান দুটি থেকে লোকটি খুব লাভবান হতো। শুধু তা-ই নয়; লোকটিকে আল্লাহ তায়ালা অনেক সন্তান-সন্ততি ও জনবলও দান করেছেন। লোকটি যেন সব পেয়ে গেছে—এমন হাবভাব দেখাত। অহংকারে পা মাটিতে পড়ত না যেন।

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১২

লোকমান হাকিমের উপদেশ

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

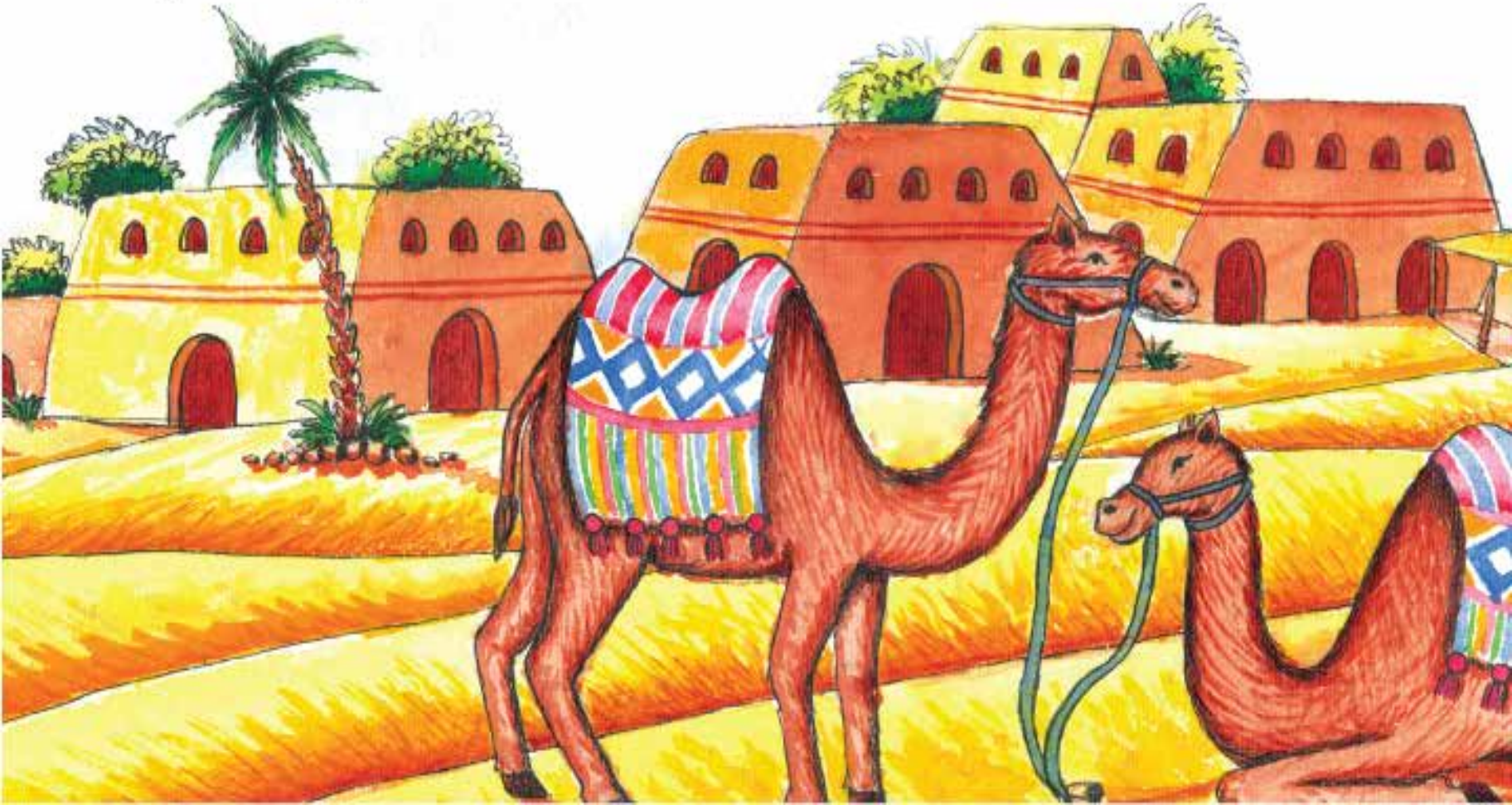

তোমরা লোকমান হাকিমের নাম শুনে থাকবে। প্রাচীন আরবের একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যক্তি হিসেবে সবার মুখে মুখে ছিল তাঁর নাম। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিপূর্ণ কাহিনি কিংবদন্তিতে রূপ নেয়। তাঁর অসংখ্য উক্তি প্রবাদে পরিণত হয়। এসব উক্তি নিয়ে 'সহিফায়ে লোকমান' নামে একটি কিতাব সে সময়ে আরবে প্রচলিত ছিল।

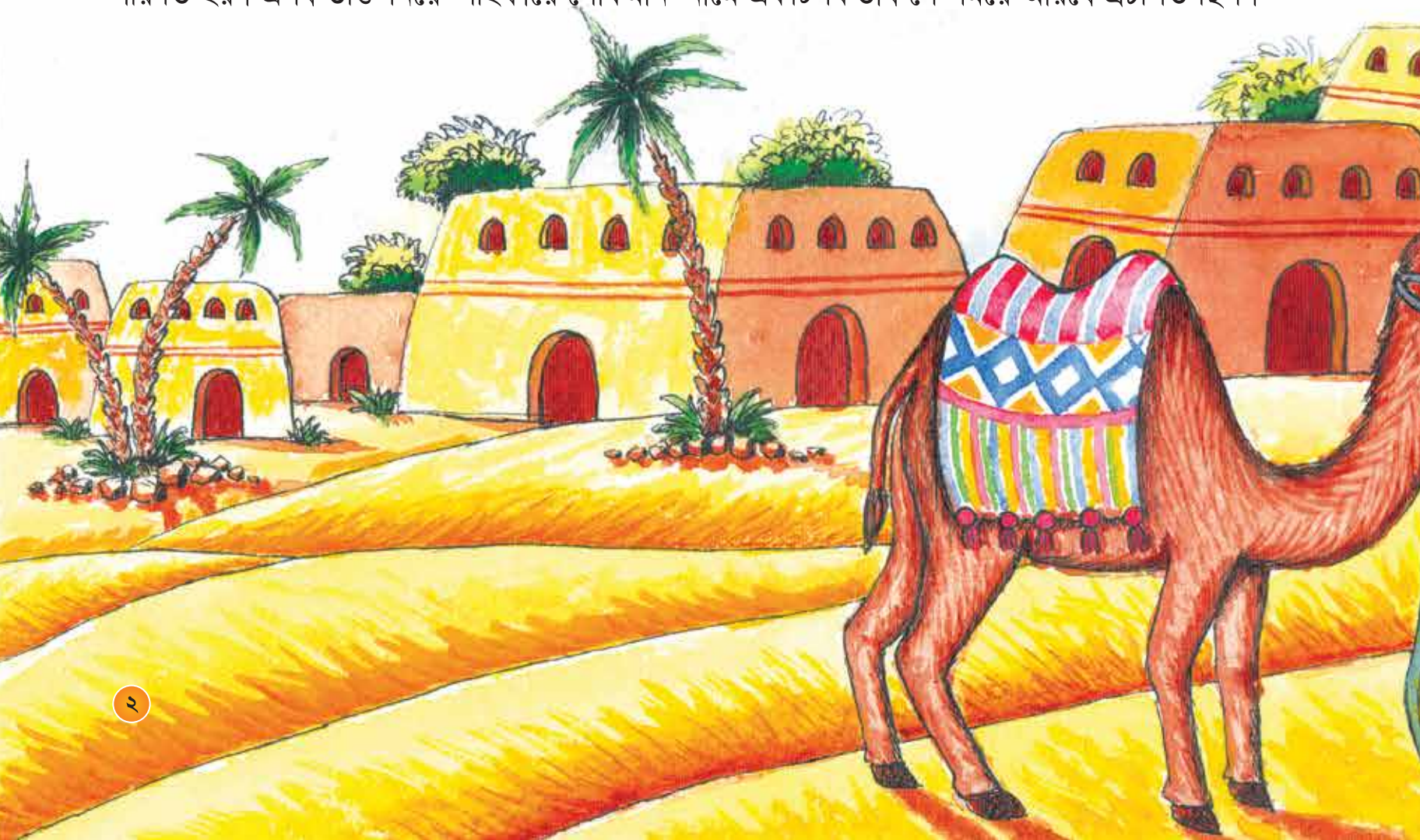

ইমরাউল কায়েস, লাবিদ, আশা, তারাফাহ-এর মতো বিখ্যাত আরব কবিদের কবিতায় লোকমান হাকিমের কথা উল্লেখ থাকত। তিনি সবার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাই লোকেরা তাঁকে হাকিম বা বিজ্ঞ বলে ডাকত।

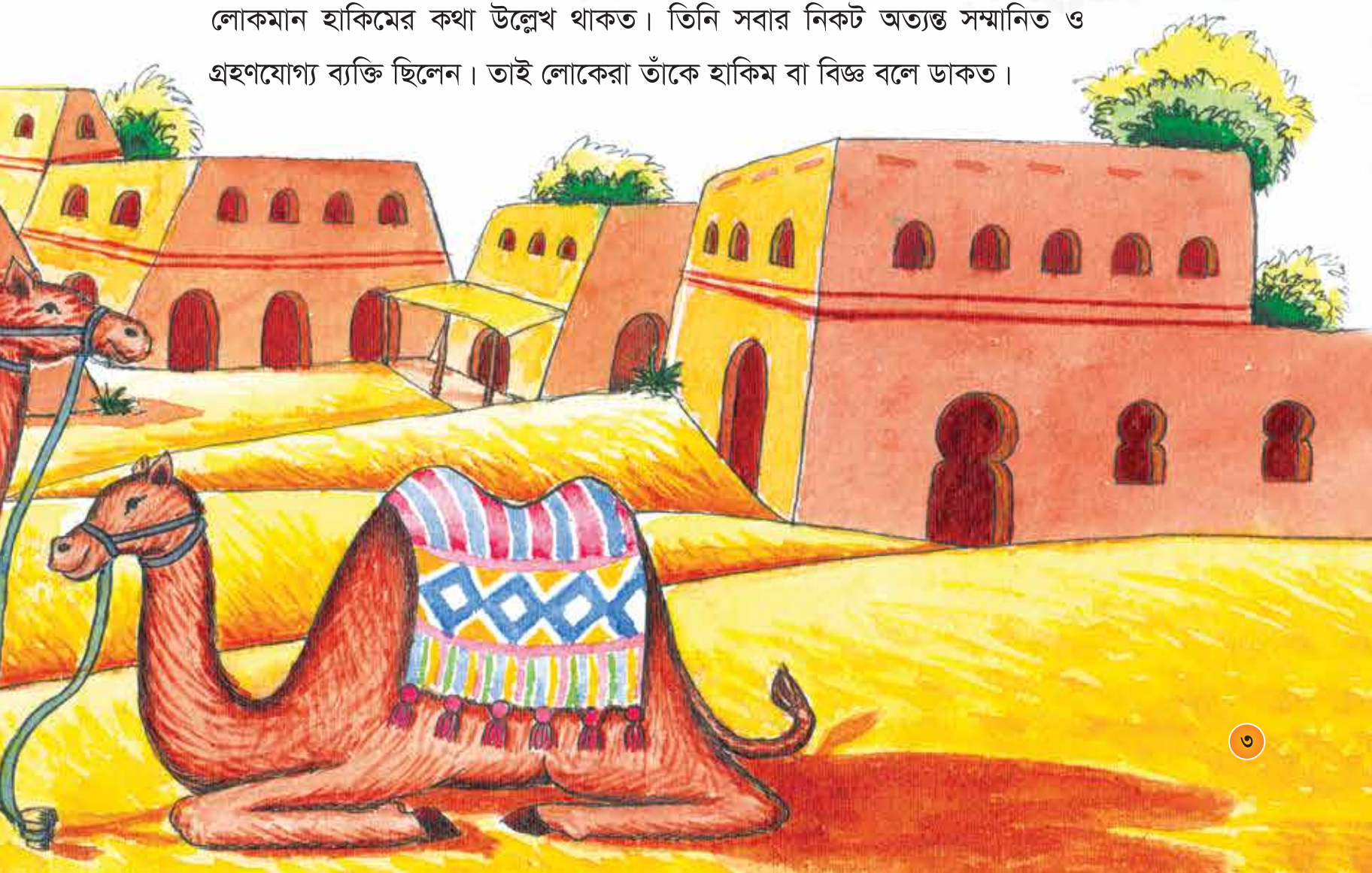

কিন্তু লোকমান হাকিম দেখতে কেমন ছিলেন? খুব সুন্দর, ফরসা আর জ্বলজ্বলে?

মোটেও না। খুব কুচকুচে কালো, নিগ্রো ছিলেন তিনি। আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস হিসেবে এসেছিলেন আরবে। কিন্তু ধীরে ধীরে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার গুণে সবার নিকট সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শুধু ফিটফাট চেহারা বা বংশ-মর্যাদা মানুষকে সম্মানিত করতে পারে না; মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মই মানুষকে সম্মানিত ও বিখ্যাত করে।

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১৩

আয়লার বানরগুলো

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

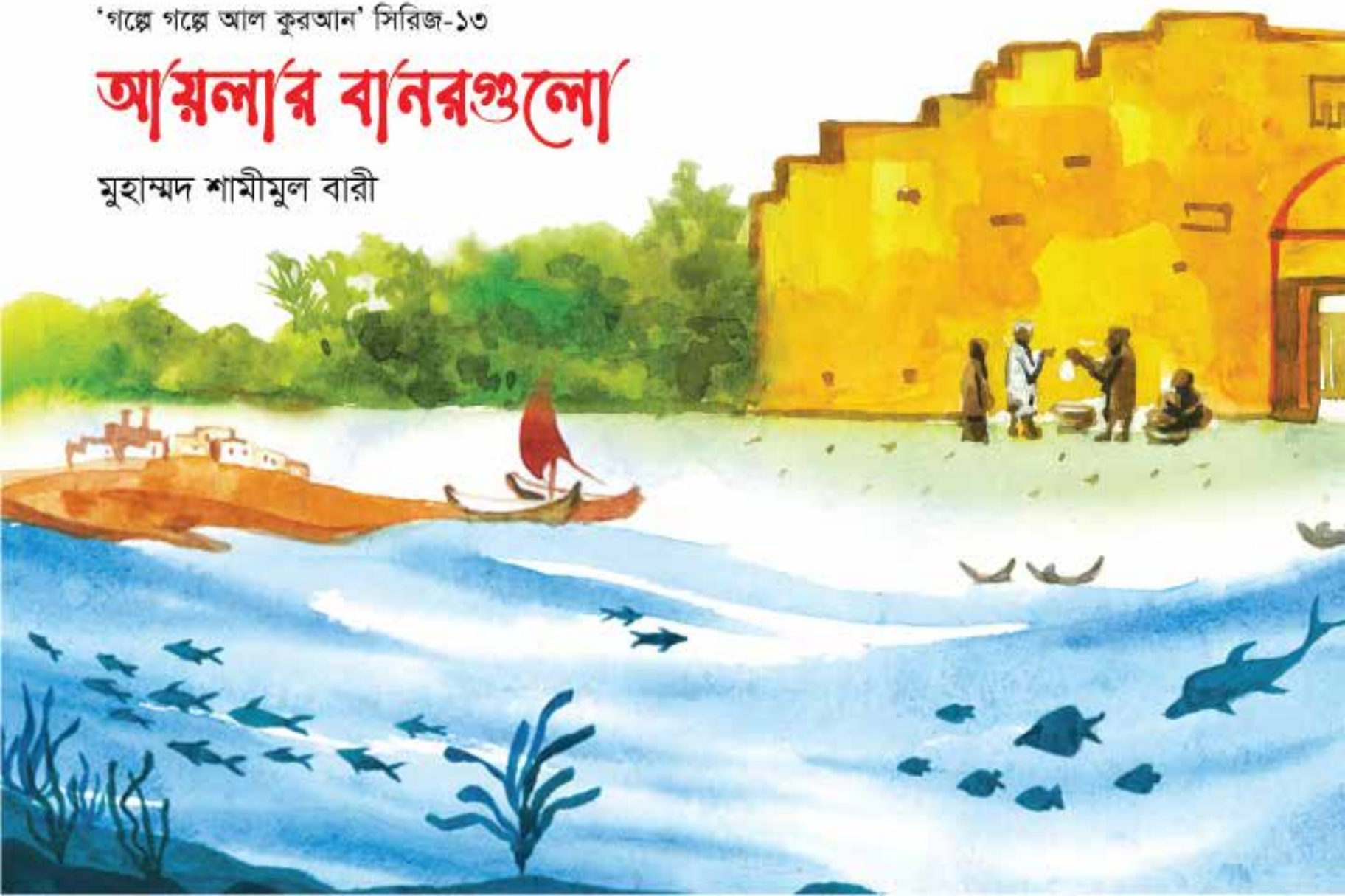

ফিলিস্তিনের আয়লা সমুদ্রবন্দর। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভেসে বেড়ায়। ফুড়ুত ফুড়ুত করে চলে এদিক- সেদিক। কী সুন্দর দেখায়! তবে সবদিন এভাবে মাছেরা ভেসে বেড়ায় না। সপ্তাহের বিশেষ একদিন ভেসে বেড়ায় শুধু। সেদিন ওরা সমুদ্র উপকূলে ভিড় জমায়। সেদিন ওরা আল্লাহর নবির সুমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কালাম শোনে।

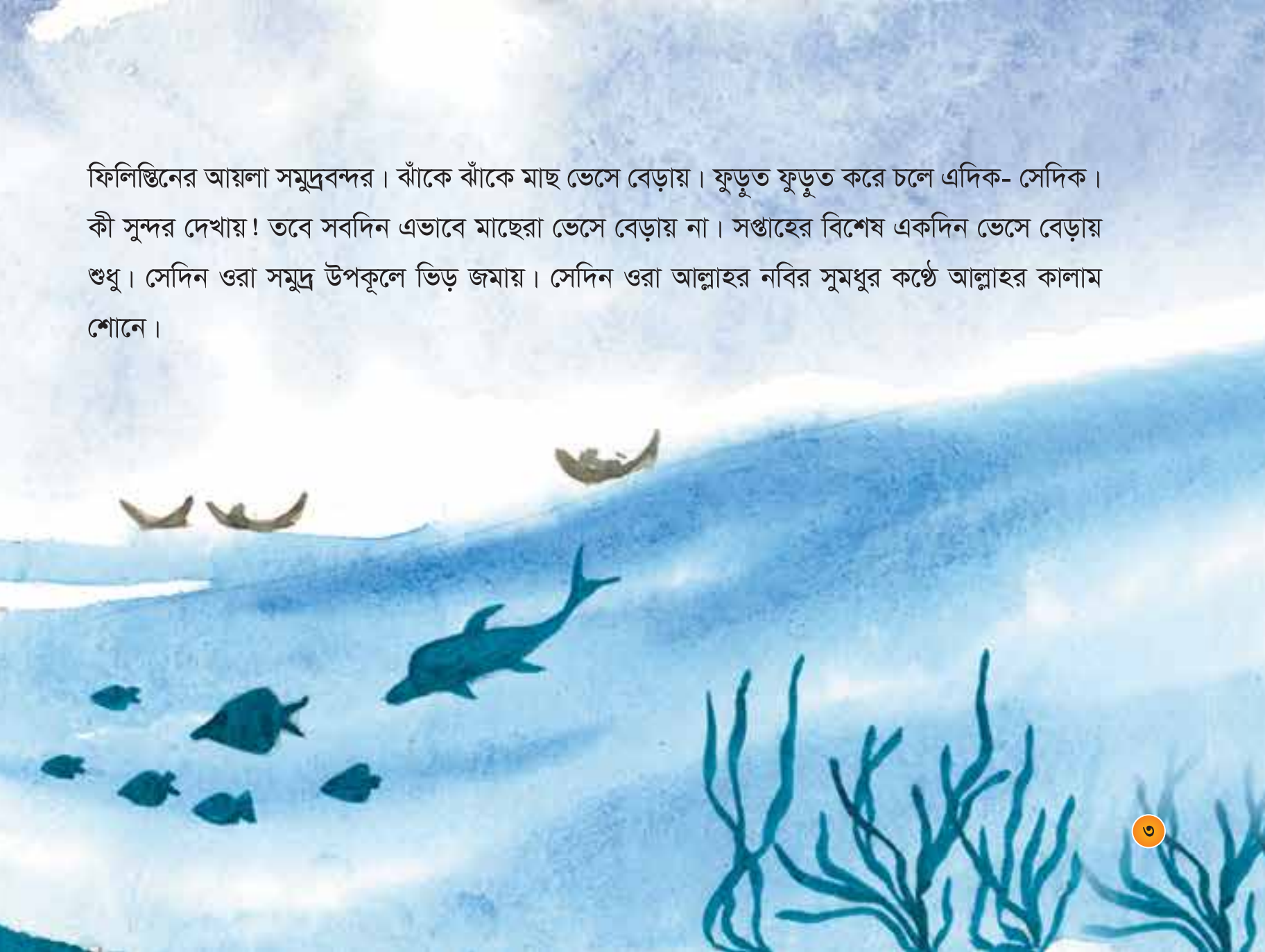

সপ্তাহের বিশেষ দিনটি ছিল শনিবার। সেদিন ছিল ইহুদিদের জন্য পবিত্র দিন। এদিন দুনিয়াবি সব কাজকর্ম নিষিদ্ধ ছিল। শুধু ইবাদত ও বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত ছিল এ দিন। সপ্তাহের বাকি ছয় দিন কাজ করবে আর একদিন শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে ও বিশ্রাম নেবে। সেদিন কারও ঘরে কোনো আগুন জ্বলবে না। কেউ কোনো কাজ করবে না; এমনকী চাকর-বাকরও কাজ করবে না। ব্যাবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা করা যাবে না। পশু-পাখিরও সেবা নেওয়া যাবে না। সবার মাঝে দুনিয়াবিমুখ একটা অবস্থা তৈরি হবে। সবাই দুনিয়া ভুলে আল্লাহর ইবাদতে ডুবে যাবে। শনিবার শেষে সবাই আবার নিজ নিজ কাজে লেগে যাবে—এমনই ছিল আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদি জাতি সব সময় উলটো কাজ করত। তারা শনিবারের বিধান ধীরে ধীরে লঙ্ঘন করতে থাকে। আল্লাহর ইবাদতের কথা ভুলে ইচ্ছেমতো দুনিয়াবি কাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে ইহুদিরা প্রকাশ্যে এ আইনের বিরোধিতা করতে থাকে। এমনকী তারা জেরুজালেমের সিংহ দরজার সামনে শনিবারে বেচাকেনা শুরু করে।

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১৪

কাবার চত্বরে প্রথম সালাত

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

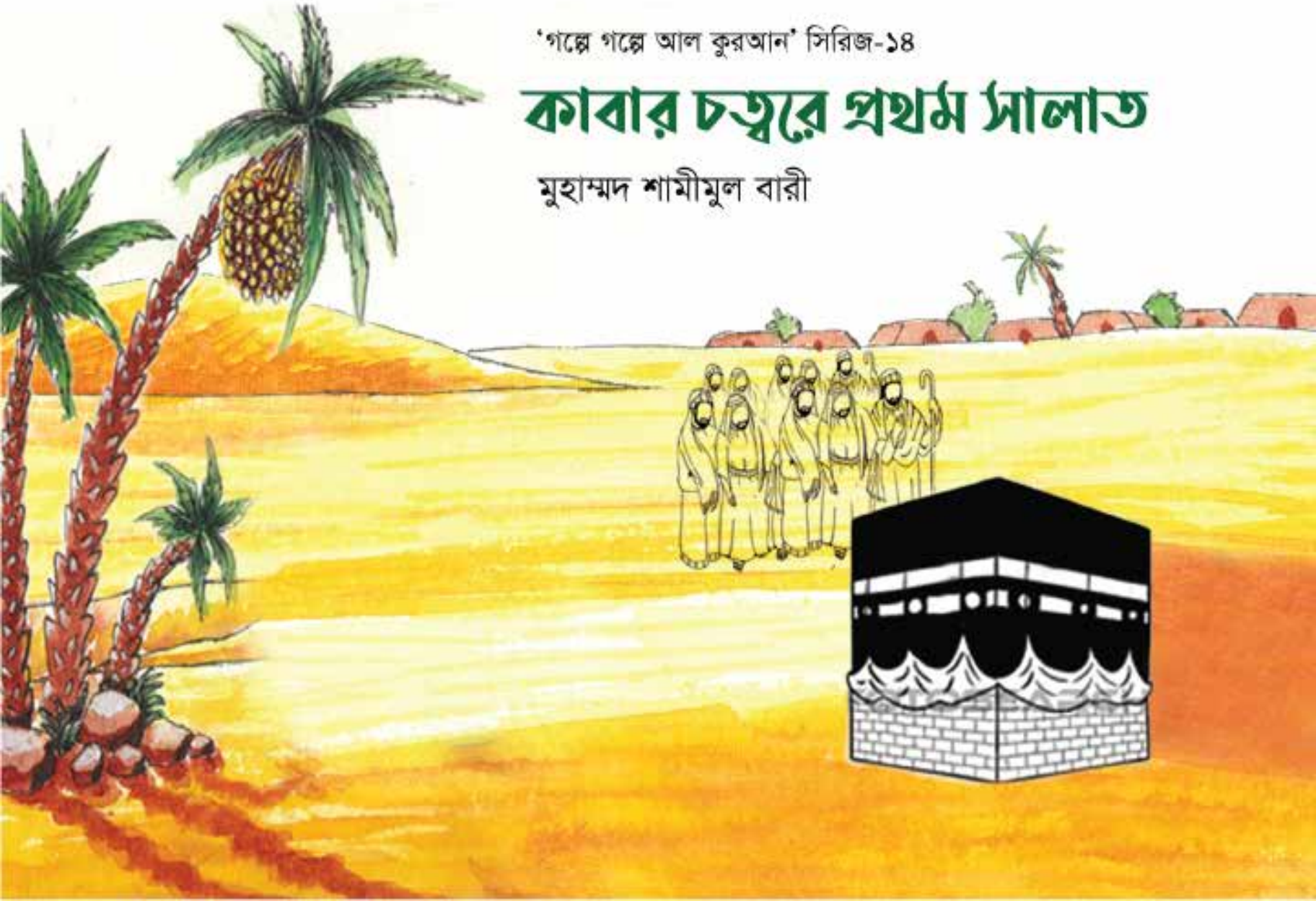

কাবা চত্বরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম সালাত আদায় করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকু করলেন, সিজদা করলেন।

কাবা চত্বরে যারা ছিল, সবাই বিস্ময়ে দেখতে লাগল আর ফিসফিস করতে লাগল। বলাবলি করল, মুহাম্মাদ এসব কী করছে? কেউ বলল, শরীরের কসরত করছে। কেউ বলল, মনে হয় সে কোনো নতুন ধর্ম এনেছে।

তখনও ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু হয়নি। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামি পদ্ধতিতে সালাত পড়া শেখালেন। তারপর সেই পদ্ধতিতে তিনি ইবাদত পালন শুরু করলেন। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচার-আচরণে কিছুটা পরিবর্তন সবাই লক্ষ করতে থাকে। এবার তিনি কাবা চত্বরে বা হারাম শরিফে সালাত পড়া শুরু করলেন। তখন সবাই মনে করল, এটা কুরাইশদের দ্বীন নয়; ভিন্ন কোনো দ্বীন। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের সামনে ইসলাম সম্পর্কে একটা কৌতূহল জন্ম নেওয়ার পরই প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইসলামের দাওয়াত দানের এটা ছিল এক চমৎকার হিকমত।

লোকেরা অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহর সালাত আদায়ের দৃশ্য দেখত। কিন্তু আবু জাহেলের কানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত আদায়ের কথা পৌঁছলে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। হুমকি-ধামকি দিতে লাগল। ঘোষণা দিলো, হারাম শরিফে এভাবে ইবাদত করা যাবে না।

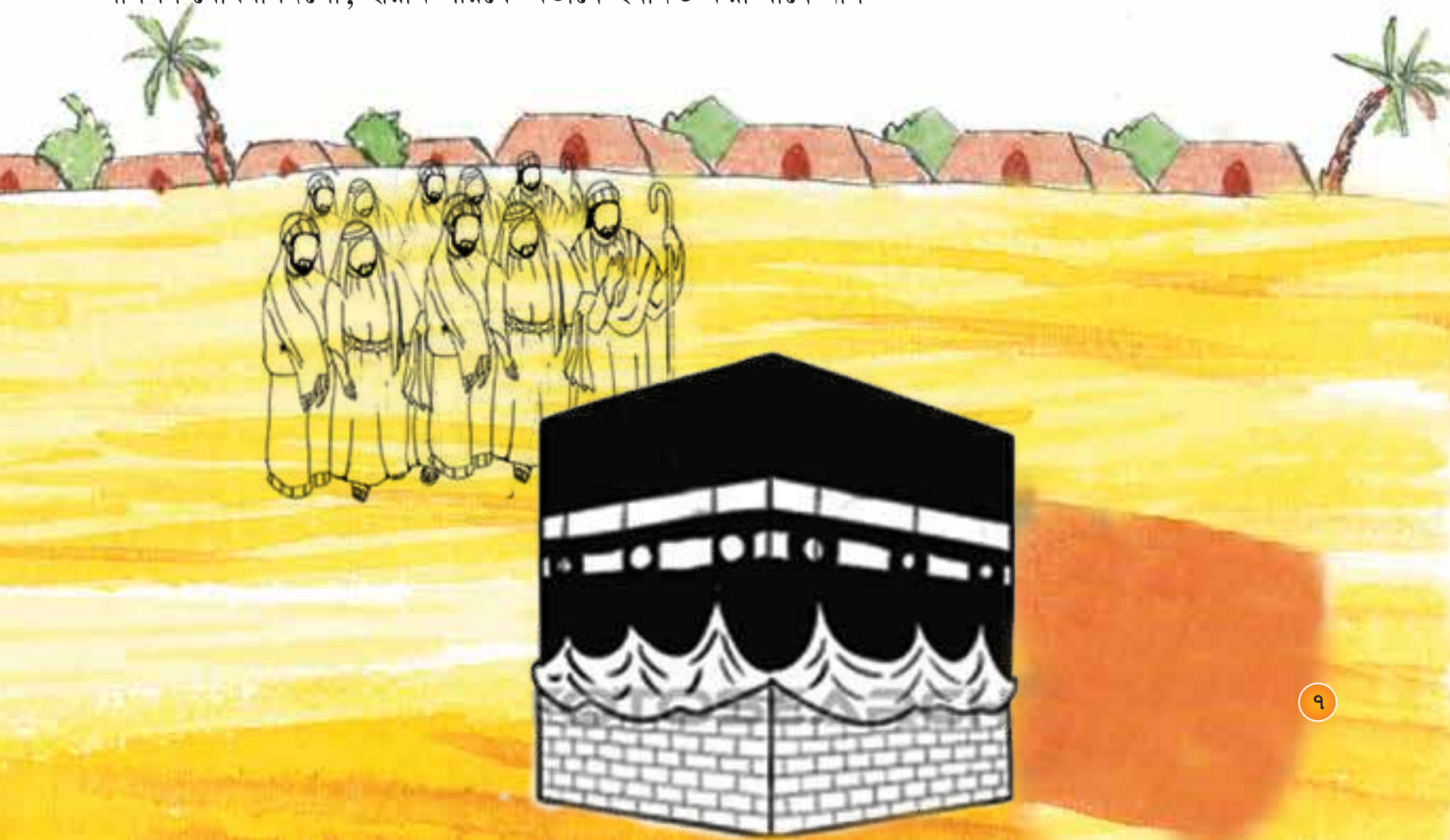

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-১৫

ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার ফিরে যাওয়া

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

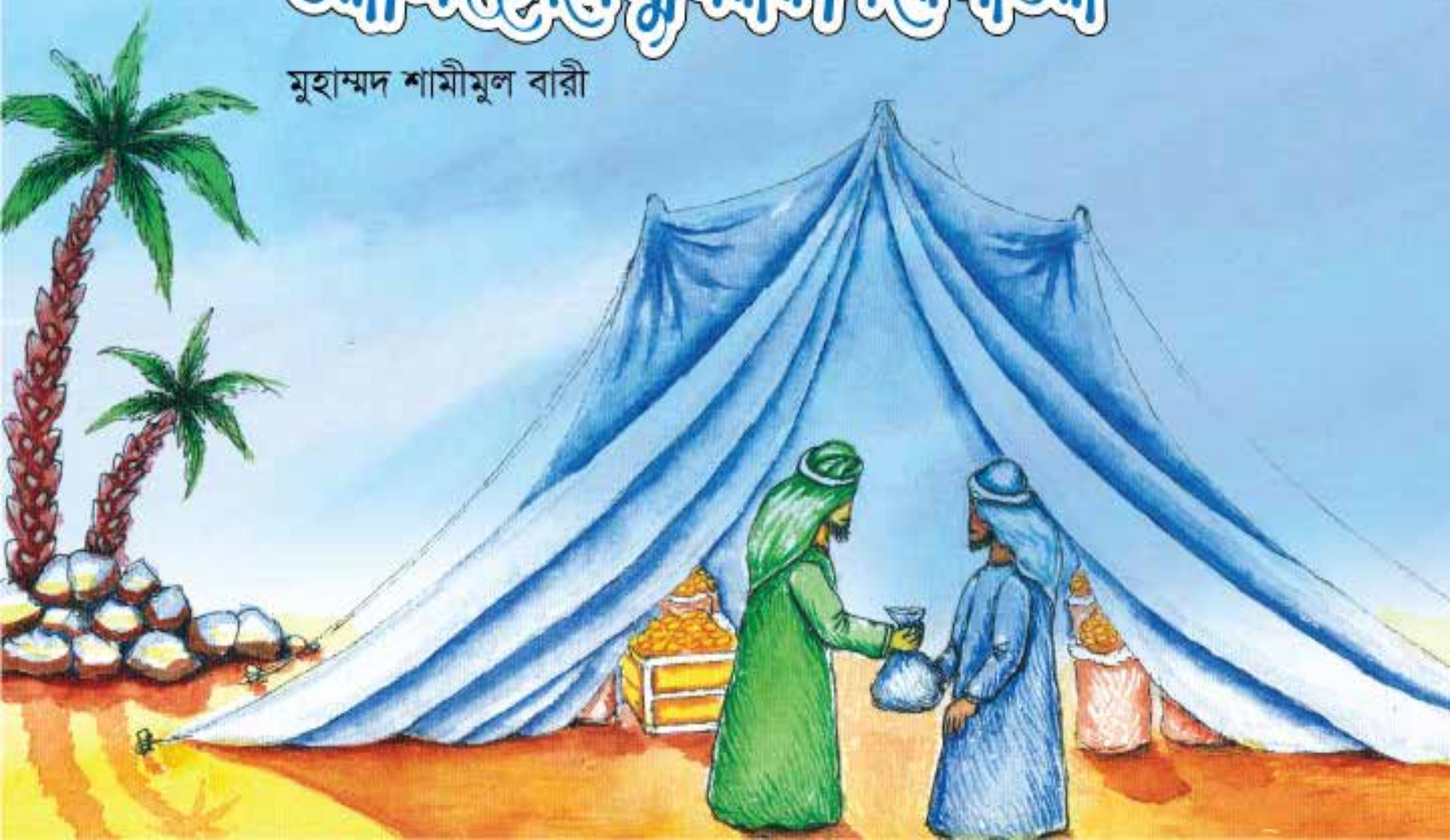

বহু কাল আগের কথা।

মক্কার কুরাইশদের মস্ত বড়ো এক নেতা ছিল। ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা। প্রবীণ লোক। সবাই তাকে মানে। বুদ্ধিশুদ্ধিও ভালো। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে। কুরাইশদের অন্যান্য নেতার মতো সেও ইসলামের বিরোধিতা করে। কিন্তু সে মনে মনে বিশ্বাস করত যে, মুহাম্মাদ সত্য কথাই বলেন। ইসলাম সত্য ধর্ম। শুধু লোকলজ্জা ও নেতৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা করছিল।

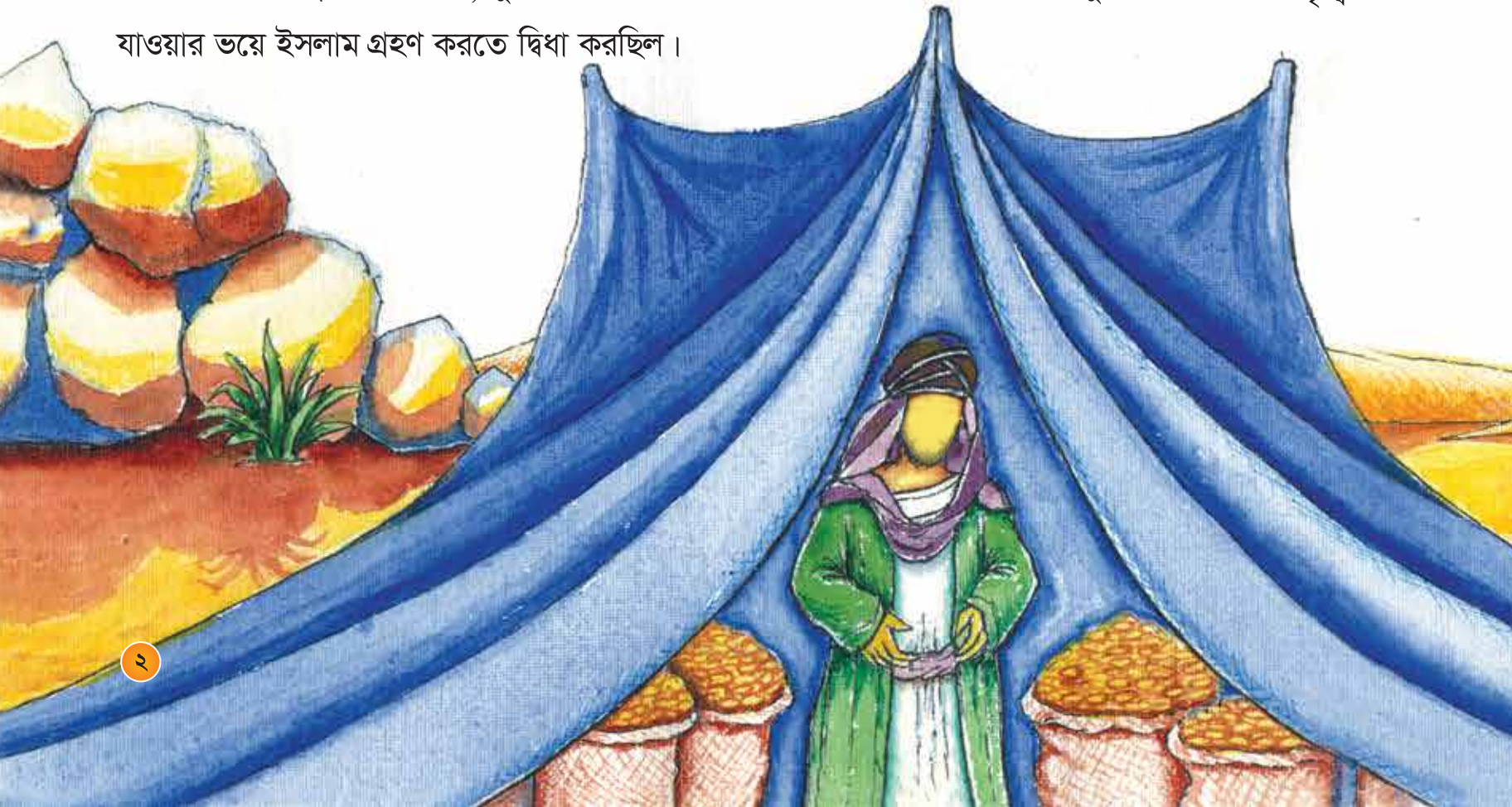

একদিন সে ভাবল, তার বয়স হয়েছে। যেকোনো সময় মারা যেতে পারে। তখন তার কী হবে? তাকে তো জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে একদিন সত্যি সত্যি ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ইসলাম গ্রহণের জন্য রওয়ানা হলো।

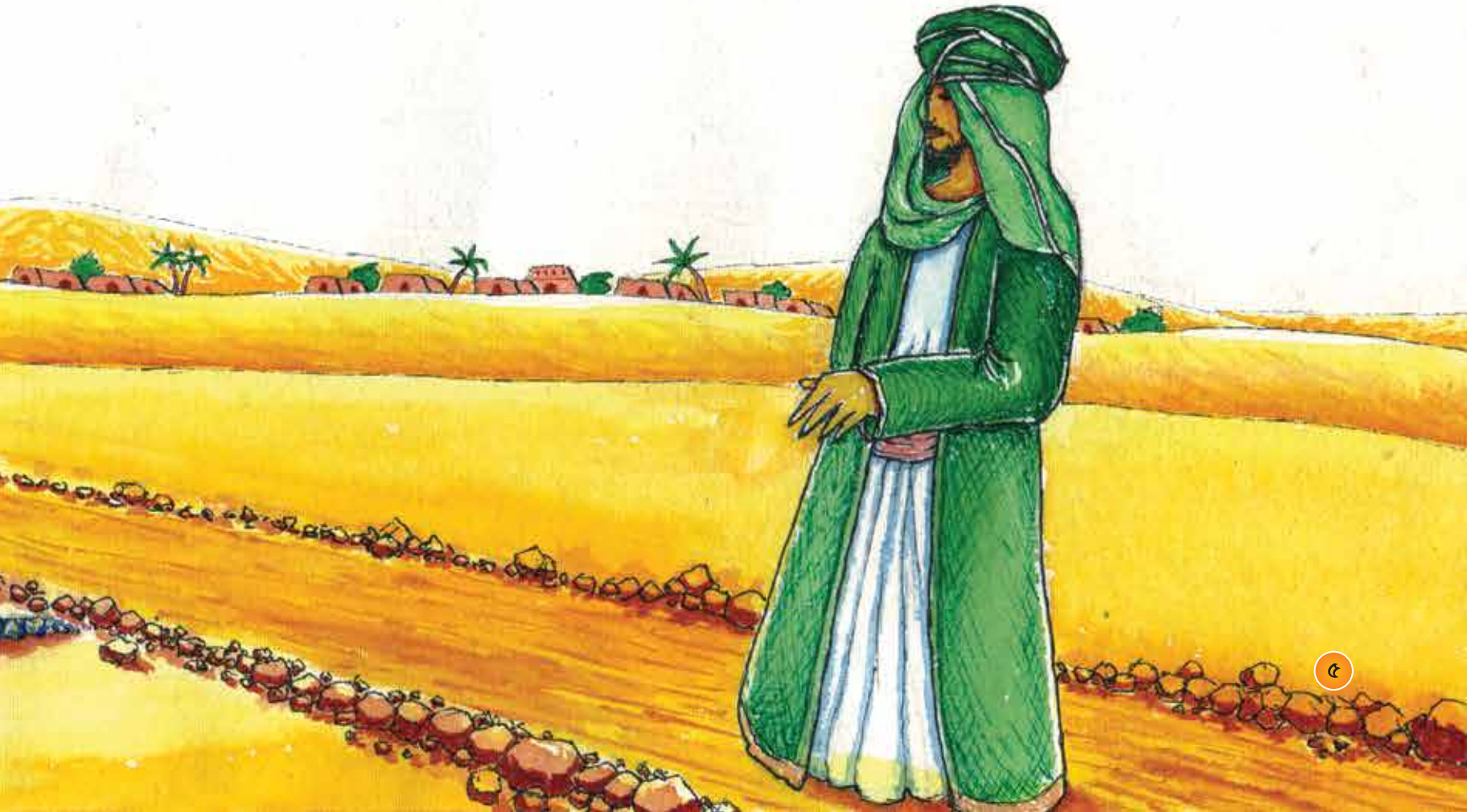

পথে তার এক মুশরিক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেল। এই বন্ধুর সাথে আগেও সে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আলাপ করেছিল।

বন্ধু জিজ্ঞেস করল—'কোথায় চলেছো হে ওয়ালিদ?'

ওয়ালিদ বলল—'এই তো, মুহাম্মাদের কাছে।'